প্রভুর অবতারের উদ্দেশ্য ও ব্যবহার-রীতি ঃ—

ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর 'অবতার'।
যাঁহা যৈছে যোগ্য, তাঁহা করেন ব্যবহার ॥ ৯০ ॥

প্রভুর কখনও প্রাকৃত জীবের ন্যায় আচরণদ্বারা বঞ্চনা, কখনও পরমেশ্বররূপে পূর্ণকৃপা ঃ—

কভু লৌকিক রীতি,—যেন 'ইতর' জন।
কভু স্বতন্ত্র, করেন 'ঐশ্বর্য্য' প্রকটন ॥ ৯১ ॥

কখনও রামচন্দ্রপুরীকে লৌকিকী মর্য্যাদা-দান, কখনও তৃণবৎ উপেক্ষা ঃ—

কভু রামচন্দ্রপুরীর হয় ভৃত্যপ্রায়।
কভু তারে নাহি মানে, দেখে তৃণ-প্রায় ॥ ৯২ ॥

অচিন্ত্য ঈশ্বরের সকল আচরণই নিত্য, শিবদ ও সুন্দর ঃ—

ঈশ্বর-চরিত্র প্রভুর—বুদ্ধি-অগোচর।
যবে যেই করেন, সেই সব মনোহর ॥ ৯৩ ॥

ভগবদাশ্রয়পরিত্যাগপূর্ব্বক রামচন্দ্রের তীর্থ-যাত্রা ঃ—

এইমত রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে।
দিন কত রহি' গেলা 'তীর্থ' করিবারে ॥ ৯৪ ॥

তাহাতে ভক্তগণের হৃদয়-ভার লাঘব ও রুদ্ধশ্বাস-মোচন ঃ—

তেঁহো গেলে প্রভুর গণ হৈল হরষিত।
শিরের পাথর যেন পড়িল আচম্বিত ॥ ৯৫ ॥

প্রাকৃত শুষ্ক বৈরাগ্যবিধি ত্যাগপূর্ব্বক গৌরগতপ্রাণ ভক্তগণের সর্ব্বাত্মদ্বারা প্রভু-সন্তোষণ ঃ—

স্বচ্ছন্দে নিমন্ত্রণ, প্রভুর কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন সবে প্রসাদ-ভোজন ॥ ৯৬ ॥

গুর্ব্ববজ্ঞাহেতু গুরুর উপেক্ষা-ফলে জীবের বিষ্ণুবিরোধ বা পাষণ্ডিত্ব ঃ—

গুরু উপেক্ষা কৈলে, ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর-পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয় ॥ ৯৭ ॥

অপরাধী রামচন্দ্রের ব্যবহারদ্বারা প্রভুর লোকশিক্ষা ঃ—

যদ্যপি গুরুবুদ্ধ্যে প্রভু তার দোষ না লইল।
তার ফলদ্বারা লোকে শিক্ষা করাইল ॥ ৯৮ ॥

শ্রবণপুটে চৈতন্যচরিতামৃতপান-ফলে হৃৎকর্ণ-রসায়নতা ঃ—

চৈতন্যচরিত্র—যেন অমৃতের পূর।
শুনিতে শ্রবণে মনে লাগয়ে মধুর ॥ ৯৯ ॥

চৈতন্যচরিত-শ্রবণেই কৃষ্ণপ্রেম-লাভ ঃ—

চৈতন্যচরিত্র লিখি, শুন একমনে।
অনায়াসে পাবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥ ১০০ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভিক্ষাসঙ্কোচো নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৬। অভোজ্যান্ন বিপ্র—যে বিপ্রের গৃহে অন্ন খাওয়া যায় না।

৯৫। শিরের পাথর—মাথায় যে পাথরের বোঝা ছিল, তাহা অকস্মাৎ পড়িয়া গেলে যেরূপ হাল্কা (লঘু) হয়, সেইরূপ হইল।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে অষ্টম পরিচ্ছেদ।
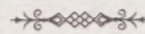
নবম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে ভবানন্দ-রায়ের পুত্র গোপীনাথ-পট্টনায়ক রাজার অর্থ নষ্ট করার ফলে বড়জানার অকৃপা ও তজ্জন্য তাঁহাকে প্রথমে চাঙ্গে উত্তোলন ও পরে প্রভুর কৃপা-চ্ছলে তাঁহার উদ্ধার ও উন্নতি বর্ণিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌরভক্তের কৃপায় অধম বিষয়িগণেরও কৃষ্ণপ্রেম-লাভ ঃ—

অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং প্রেমবন্যয়া।
নিন্যেঽধন্যজনস্বান্তমরুং শশ্বদনূপতাম্ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণ-হৃদয় ॥ ২ ॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় জয় দয়াময়।
জয় গৌরভক্তগণ সব রসময় ॥ ৩ ॥

ভক্তসঙ্গে প্রভুর নীলাচল-লীলা ঃ—

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে বাস করেন কৃষ্ণপ্রেমরঙ্গে ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। অগণ্য-চৈতন্যভক্তের প্রেমবন্যাদ্বারা অধন্য-জনগণের অন্তঃকরণরূপ মরুদেশ জলময় হইয়াছিল।

অনুভাষ্য

১। অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং (অগণ্যাঃ গণয়িতুমশক্যাঃ অসংখ্যাঃ ধন্যাঃ লব্ধসিদ্ধয়শ্চ যে চৈতন্যগণাঃ চৈতন্যপাদাশ্রিতাঃ

প্রভুর অন্তরে ও বাহিরে কৃষ্ণবিরহপ্রেম ঃ—

অন্তরে-বাহিরে কৃষ্ণবিরহ-তরঙ্গ।
নানা-ভাবে ব্যাকুল মন আর অঙ্গ ॥ ৫ ॥

দিবাভাগে নর্ত্তন, কীর্ত্তন ও দর্শন, রাত্রিভাগে স্বরূপ ও রায়সহ রসাস্বাদন ঃ—

দিনে নৃত্য-কীর্ত্তন, জগন্নাথ-দরশন।
রাত্র্যে রায়-স্বরূপ-সনে রস-আস্বাদন ॥ ৬ ॥

প্রভুদর্শক-মাত্রেরই উদ্ধার ও কৃষ্ণপ্রেম-লাভ ঃ—

ত্রিজগতের লোক আসি' করেন দরশন।
যেই দেখে, সেই পায় কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥ ৭ ॥

মানববেশে অনন্তব্রহ্মাণ্ডবাসীর প্রভু-দর্শন ঃ—

মনুষ্যের বেশে আসি' গন্ধর্ব্ব-কিন্নর।
সপ্তপাতালের যত দৈত্য বিষধর ॥ ৮ ॥
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে বৈসে যত জন।
নানা-বেশে আসি' করে প্রভুর দরশন ॥ ৯ ॥

বৈষ্ণবগণের প্রভুদর্শন ঃ—

প্রহ্লাদ, বলি, ব্যাস, শুক আদি মুনিগণ।
আসি' প্রভু দেখি' প্রেমে হয় অচেতন ॥ ১০ ॥

গৃহাভ্যন্তরস্থিত প্রভুর দর্শনার্থ বহির্দ্দেশে লোক-কোলাহল, প্রভুর দর্শন-দান, সকলকেই কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনে আদেশ ঃ—

বাহিরে ফুকারে লোক, দর্শন না পাঞা।
"কৃষ্ণ কহ" বলেন প্রভু বাহিরে আসিয়া ॥ ১১ ॥

প্রভুদর্শনে সকলের কৃষ্ণপ্রেম ঃ—

প্রভুর দর্শনে সব লোক প্রেমে ভাসে।
এইমত যায় প্রভুর রাত্রি-দিবসে ॥ ১২ ॥

প্রভুকে প্রতাপরুদ্রপুত্রকর্ত্তৃক ভবানন্দপুত্র গোপীনাথের হত্যা-সংবাদ-জ্ঞাপন ঃ—

একদিন লোক আসি' প্রভুরে নিবেদিল।
"গোপীনাথেরে 'বড় জানা' চাঙ্গে চড়াইল ॥ ১৩ ॥

প্রভুর কৃপা বিনা রক্ষা পাইবার উপায়াভাব ঃ—

তলে খড়্গ পাতি' তারে উপরে ডারিবে।
প্রভু রক্ষা করেন যবে, তবে নিস্তারিবে ॥ ১৪ ॥

সেবক-রক্ষণার্থ প্রভুকৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

সবংশে তোমার সেবক—ভবানন্দ রায়।
তাঁর পুত্র—তোমার সেবকে রাখিতে যুয়ায় ॥" ১৫ ॥

প্রভুর প্রশ্নোত্তরে সংবাদ-দাতার গোপীনাথের হত্যা-বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"রাজা কেনে করয়ে তাড়ন?"
তবে সেই লোক কহে সব বিবরণ ॥ ১৬ ॥
"গোপীনাথ-পট্টনায়ক—রামানন্দ-ভাই।
সর্ব্বকাল হয় সেই 'রাজবিষয়ী' তাই ॥ ১৭ ॥
'মালজাঠ্যা-দণ্ডপাটে' তার অধিকার।
সাধি' পাড়ি' আনি' দ্রব্য দিল রাজদ্বার ॥ ১৮ ॥
দুইলক্ষ কাহন তার ঠাঞি বাকী হইল।
দুইলক্ষ কাহন কৌড়ি রাজা ত' মাগিল ॥ ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩। বড়জানা—উড়িষ্যার মহারাজার বড়পুত্র অর্থাৎ যুবরাজ। চাঙ্গ—হত্যা-প্রক্রিয়া-বিশেষে ব্যবহৃত মঞ্চ,—যাহার নিম্নভাগে নিষ্কোষিত খড়্গসকল রক্ষিত থাকে। মঞ্চের উপর হইতে দণ্ড্য-লোককে খড়্গের উপর ফেলিয়া দিয়া তাহার প্রাণনাশ করা হইত।

অনুভাষ্য

ভক্তাঃ তেষাং) প্রেমবন্যয়া (প্রেমরূপনদীগর্ভাতিরিক্তজল-প্রবাহেণ) অধন্যজনস্বান্তমরুম্ (অধন্যানাম্ অধমানাং জনানাং ভক্তিরহিতানাং স্বানাম্ অন্তকরণরূপং মরুং নির্জ্জলপ্রদেশং) শশ্বৎ (নিরন্তরং) অনূপতাং (জলপ্রায়তাং) নিন্যে (প্রাপিতঃ)।

৮। বিষধর—নাগলোক।

৯। অন্ত্য ২য় পঃ ১০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০। প্রহ্লাদ—কোন কোন ঐতিহাসিক-মতে ইনি ত্রেতা-যুগে পঞ্জাব-প্রদেশের মুলতান-নামক রাজধানীতে কশ্যপবংশীয় রাজা হিরণ্যকশিপুর বৈষ্ণব-পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হন। পিতা হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুবিদ্বেষফলে পুত্র প্রহ্লাদের নানাবিধ ক্লেশ সহ্য

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮। মালজাঠ্যা-দণ্ডপাট—তন্নামক রাজ্যখণ্ডে তহ্‌শীলদার গোপীনাথ পট্টনায়ক যত টাকা রাজাকে দিয়াছিলেন, তাহাতে দুইলক্ষ কাহন কৌড়ি বাকী পড়িল।

অনুভাষ্য

করিতে হইয়াছিল, পরে ভগবান্ নৃসিংহদেব উদিত হইয়া বৈষ্ণব-বিদ্বেষী অসুর-সম্রাট্‌কে নিহত করেন।

বলি—প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, তাঁহার তনয়ই 'বলি'; ভগবান্ বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিপাদ-ভূমির প্রার্থনাচ্ছলে আত্মসমর্পণকারী বলিকে কৃপা করিয়াছিলেন। ইঁহার শতপুত্রের মধ্যে বাণ—সর্ব্বজ্যেষ্ঠ।

ব্যাস—পরাশরের তনয়, সাত্যবতেয় বা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাদরায়ণ-মুনি; ইনি বেদ বিভাগ করিয়া 'বেদব্যাস'-নামে অভিহিত এবং অষ্টাদশ মহাপুরাণ এবং ব্রহ্মসূত্র ও তদ্ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; ইনি ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীনারদ-ঋষির শিষ্য ছিলেন।

শুক—ব্যাস-তনয়, আকুমার ব্রহ্মজ্ঞানী ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারি-

তেঁহ কহে,—'স্থূলদ্রব্য নাহি যে দিব ।
ক্রমে-ক্রমে বেচি' কিনি' দ্রব্য ভরিব ॥ ২০ ॥
ঘোড়া দশ-বার হয়, লহ' মূল্য করি' ।'
এত বলি' ঘোড়া আনে রাজদ্বারে ধরি' ॥ ২১ ॥
এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভাল জানে ।
তারে পাঠাইল রাজা পাত্র-মিত্র-সনে ॥ ২২ ॥
সেই রাজপুত্র মূল্য করে ঘাটাঞা ।
গোপীনাথের ক্রোধ হৈল মূল্য শুনিয়া ॥ ২৩ ॥
সেই রাজপুত্রের স্বভাব,—গ্রীবা ফিরায় ।
উর্দ্ধমুখে বারবার ইতি-উতি চায় ॥ ২৪ ॥
তারে নিন্দা করি' কহে সগর্ব্ব বচনে ।
রাজা কৃপা করে তারে, ভয় নাহি মানে ॥ ২৫ ॥
'আমার ঘোড়া গ্রীবা উঠায় ঊর্দ্ধে নাহি চায় ।
তাতে ঘোড়ার মূল্য ঘাটি করিতে না যুয়ায় ॥' ২৬ ॥
শুনি' রাজপুত্র-মনে ক্রোধ উপজিল ।
রাজার ঠাঞি যাই' বহু লাগানি করিল ॥ ২৭ ॥
'কৌড়ি নাহি দিবে এই, বেড়ায় ছদ্ম করি' ।
আজ্ঞা কর,—চাঙ্গে চড়াঞা লই কৌড়ি ॥' ২৮॥
রাজা বলে,—'যেই ভাল, কর সেই যায় ।
যে উপায়ে কৌড়ি পাই, কর সে উপায় ॥' ২৯ ॥
রাজপুত্র আসি' তারে চাঙ্গে চড়াইল ।
খড়্গা-উপরে ফেলাইতে তলে খড়্গা পাতিল ॥" ৩০ ॥

প্রভুর নিরপেক্ষতা প্রদর্শন ও গোপীনাথকে তিরস্কার ঃ—

শুনি' প্রভু কহে কিছু করি' প্রণয়-রোষ ।
"রাজ-কৌড়ি দিতে নারে, রাজার কিবা দোষ ?? ৩১ ॥
রাজ-বিলাত্ সাধি' খায়, নাহি রাজ-ভয় ।
দারী-নাটুয়ারে দিয়া করে নানা ব্যয় ॥ ৩২ ॥
যেই চতুর, সেই করে রাজার বিষয় ।
রাজ-দ্রব্য শোধি' পায়, তাহা করে ব্যয় ॥" ৩৩ ॥

তৎকালে প্রভুর সগোষ্ঠী ভবানন্দাদির বন্ধন-সংবাদ প্রাপ্তি ঃ—

হেনকালে আর লোক আইল ধাঞা ।
"বাণীনাথাদি সবংশে লঞা গেল বান্ধিয়া ॥" ৩৪ ॥

সন্ন্যাসধর্ম্মের আদর্শরূপে প্রভুর প্রাকৃত বিষয়কথায় ঔদাসীন্য বা নৈরপেক্ষ্য-প্রদর্শন ঃ—

প্রভু কহে,—"রাজা আপনে লেখার দ্রব্য লইব ।
আমি—বিরক্ত সন্ন্যাসী, তাহে কি করিব ??" ৩৫ ॥

স্বরূপ-দামোদরাদি ভক্তগণের প্রভুকে ঔদাসীন্য ছাড়িয়া রামানন্দের স্বজন-রক্ষণার্থ প্রার্থনা ঃ—

তবে স্বরূপাদি গোসাঞির ভক্তগণ ।
প্রভুর চরণে সবে কৈলা নিবেদন ॥ ৩৬ ॥
"রামানন্দ-রায়ের গোষ্ঠী, সব—তোমার 'দাস' ।
তোমার উচিত নহে করিতে উদাস ॥" ৩৭ ॥

প্রভুর ক্রোধ ও ভর্ৎসনা ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু কহে সক্রোধ বচনে ।
"মোরে আজ্ঞা দেহ' সবে, যাঙ রাজস্থানে!! ৩৮ ॥
তোমা সবার এই মত,—রাজ-ঠাঞি যাঞা ।
কৌড়ি মাগি' লই আঁচল পাতিয়া ॥ ৩৯ ॥

সন্ন্যাসীর বিষয়-কথায় অযোগ্যতা ঃ—

পাঁচগণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ।
মাগিলে বা কেনে দিবে দুইলক্ষ কাহন ??" ৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬। যে রাজপুত্র ঘোড়ার দর স্থির করিতেছিলেন, তাঁহার গ্রীবা উঠাইয়া ঊর্দ্ধে চাওয়া স্বভাব ছিল। সেই বিষয়ে পরিহাস করিবার জন্য গোপীনাথ কহিলেন,—আমার ঘোড়া ঘাড় উঠায় বটে, কিন্তু উপরদিকে চায় না ; অতএব ইহার মূল্য কম হইতে পারে না।' পরিহাস-তাৎপর্য্য এই যে,—'তোমা অপেক্ষা আমার ঘোড়ার মূল্য কম নয়।'

২৯। যায়—গিয়া।

অনুভাষ্য

লীলা দেখাইয়া ইনি একান্তভাবে কৃষ্ণের 'কীর্ত্তনাখ্যা' ভক্তি আশ্রয় করেন।

১৪। ডারিবে—ফেলিয়া দিবে।

১৭। রাজবিষয়ী—রাজার সম্পত্তি-রক্ষক।

২০। স্থূলদ্রব্য—মূল্যবান্ দ্রব্য বা মোটা টাকা অর্থাৎ একে-বারেই পরিশোধিত হয়, এরূপ দ্রব্য ; দ্রব্য ভরিব—রাজার প্রাপ্য দ্রবিণ অর্থাৎ টাকা পরিশোধ করিব।

২৩। ঘাটাঞা—কম করিয়া।

২৭। লাগানি—মিথ্যা দোষারোপ বা অভিযোগ।

৩১। দিতে নারে—দিতে পারে না।

৩৫। লেখার দ্রব্য—হিসাবের টাকা।

৪০। সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ—অর্থহীন ত্যক্তবিষয় ভিক্ষু-বৃত্তি-জীবী।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩২। রাজ-বিলাত্—বাহির হইতে রাজপ্রাপ্য অর্থ (রাজার ভাণ্ডার বা সম্পত্তি) ; দারী-নাটুয়ারে—বেশ্যা ও নর্ত্তককে। এইসকল লোককে দিয়া টাকা ব্যয় করে, রাজার টাকা যে দিতে হইবে,—এরূপ ভয় করে না।

প্রভুর গোপীনাথের নিধনোদ্‌যোগ-সংবাদ-প্রাপ্তি ঃ—

হেনকালে আর লোক আইল ধাঞা।
খড়্গের উপরে গোপীনাথে দিতেছে ডারিয়া ॥ ৪১ ॥

ভক্তগণকর্ত্তৃক গোপীনাথকে রক্ষণার্থ প্রভুকে প্রার্থনা, তথাপি লোকশিক্ষার্থ প্রভুর কঠোর নিরপেক্ষতা ঃ—

শুনি' প্রভুর গণ প্রভুরে করে অনুনয়।
প্রভু কহে,—"আমি ভিক্ষুক, আমা হৈতে কিছু নয় ॥৪২

তদর্থে জগন্নাথচরণে প্রার্থনা জানাইতে সকলকে উপদেশ ঃ—

তারে রক্ষা করিতে যদি হয় সবার মনে।
সবে মিলি' যাহ জগন্নাথের চরণে ॥ ৪৩ ॥

জগন্নাথদেব স্বয়ং ঈশ্বর ও সর্ব্বপ্রভু ঃ—

ঈশ্বর জগন্নাথ,—যাঁর হাতে সর্ব্ব 'অর্থ'।
কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ ॥" ৪৪ ॥

প্রতাপরুদ্রের নিকট হরিচন্দন-মহাপাত্রের গোপীনাথপ্রাণ-ভিক্ষা-যাচ্ঞা ঃ—

ইঁহা যদি মহাপ্রভু এতেক কহিলা।
হরিচন্দন-পাত্র যাই' রাজারে কহিলা ॥ ৪৫ ॥

হত্যা বা প্রাণদণ্ড-বিধির অনুপযোগিতা ঃ—

"গোপীনাথ-পট্টনায়ক—সেবক তোমার।
সেবকের প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার ॥ ৪৬ ॥
বিশেষ তাহার ঠাঞি কৌড়ি বাকী হয়।
প্রাণ নিলে কিবা লাভ? নিজ ধনক্ষয় ॥ ৪৭ ॥
যথার্থমূল্যে ঘোড়া লহ, যেবা বাকী হয়।
ক্রমে ক্রমে দিবে অর্থ, প্রাণ কেনে লয় ॥" ৪৮ ॥

গোপীনাথের হত্যা-সম্বন্ধে রাজার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা-জ্ঞাপন ঃ—

রাজা কহে,—"এই বাত্ আমি নাহি জানি।
প্রাণ কেনে লইব, তার দ্রব্য চাহি আমি ॥ ৪৯ ॥

গোপীনাথকে তৎক্ষণাৎ রক্ষণার্থ আদেশ দান ঃ—

তুমি যাই' কর তাঁহা সর্ব্ব সমাধান।
দ্রব্য যৈছে আইসে, আর রাখ তার প্রাণ ॥" ৫০ ॥

যুবরাজকে বলিয়া গোপীনাথের প্রাণ-রক্ষা ঃ—

তবে হরিচন্দন আসি' জানারে কহিল।
চাঙ্গে হৈতে গোপীনাথে শীঘ্র নামাইল ॥ ৫১ ॥

রাজার অর্থ-শোধনার্থ উপায়-জিজ্ঞাসা, গোপীনাথের উত্তর ঃ—

'দ্রব্য দেহ'—রাজা মাগে, উপায় পুছিল।
"যথার্থ-মূল্যে ঘোড়া লহ", তেঁহ ত' কহিল ॥ ৫২ ॥
"ক্রমে ক্রমে দিমু, আর যত কিছু পারি।
অবিচারে প্রাণ লহ,—কি বলিতে পারি ??" ৫৩ ॥
যথার্থ মূল্য করি' ঘোড়া-মূল্যে লইল।
আর দ্রব্যের মুদ্দতী করি' ঘরে পাঠাইল ॥ ৫৪ ॥

সংবাদদাতাকে প্রভুর বাণীনাথ-সংবাদ-জিজ্ঞাসা ঃ—

এথা প্রভু সেই মনুষ্যেরে প্রশ্ন কৈল।
"বাণীনাথ কি করে, যবে বান্ধিয়া আনিল ??" ৫৫ ॥

বাণীনাথের করে সংখ্যানাম-গ্রহণ ঃ—

"বাণীনাথ নির্ভয়েতে লয় কৃষ্ণনাম।
'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ' কহে অবিশ্রাম ॥ ৫৬ ॥
সংখ্যা লাগি' দুই-হাতে অঙ্গুলীতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে, অঙ্গে কাটে রেখা ॥" ৫৭ ॥

তচ্ছ্রবণে প্রভুর আনন্দ ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু হইলা পরম আনন্দ।
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপা-ছদ্মবন্ধ ?? ৫৮ ॥

কাশীমিশ্রের আগমন ; তাঁহাকে স্বীয় আলালনাথ-যাত্রা-জ্ঞাপন ঃ—

হেনকালে কাশীমিশ্র আইলা প্রভু-স্থানে।
প্রভু তাঁরে কহে কিছু সোদ্বেগ-বচনে ॥ ৫৯ ॥
"ইঁহা রহিতে নারি, যামু আলালনাথ।
নানা উপদ্রব ইঁহা, না পাই স্বাস্থ্য ॥ ৬০ ॥

ভবানন্দ-রায়ের বংশ্যগণের সম্বন্ধে অভিযোগ ঃ—

ভবানন্দ-রায়ের গোষ্ঠী করে রাজবিষয়।
নানাপ্রকারে করে তারা রাজদ্রব্য-ব্যয় ॥ ৬১ ॥
রাজার কি দোষ? রাজা নিজ-দ্রব্য চায়।
দিতে নারে দ্রব্য, দণ্ড আমারে জানায় ॥ ৬২ ॥
রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল।
চারিবারে লোকে আসি' মোরে জানাইল ॥ ৬৩ ॥

প্রভুর বিষয়-কথায় বীতস্পৃহা-জ্ঞাপন ঃ—

ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জ্জনবাসী।
আমায় দুঃখ দেয়, নিজ দুঃখ কহি' আসি' ॥ ৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৪। কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ—কিছু করিতে, কিছু না করিতে বা কিছু অন্যথা করিতে তাঁহারই সামর্থ্য আছে।

৫৪। মুদ্দতী করি'—টাকা দিবার (মেয়াদী বা ধার্য্য) সময় অঙ্গীকার করাইয়া।

অনুভাষ্য

৪৬। ব্যবহার—বিধিসঙ্গত, উচিত।

৫৬-৫৭। সংখ্যাগ্রহণে নির্ব্বন্ধ রক্ষা করিয়া "হরে কৃষ্ণ"-মহামন্ত্র (ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর)-কীর্ত্তনের বিধি—একান্ত নামাশ্রিত প্রত্যেক সাধকেরই সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে—সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বথা পালনীয়, জানা যাইতেছে।

আজি তারে জগন্নাথ করিলা রক্ষণ ।
কালি কে রাখিবে, যদি না দিবে রাজধন ?? ৬৫ ॥
বিষয়ীর বার্ত্তা শুনি' ক্ষোভ হয় মন ।
তাতে ইঁহা রহি' মোর নাহি প্রয়োজন ॥" ৬৬ ॥

কাশীমিশ্রের প্রভুকে আশ্বাসন ও স্তুতি ঃ—

কাশীমিশ্র কহে প্রভুর ধরিয়া চরণে ।
"তুমি কেনে এই বাতে ক্ষোভ কর মনে ?? ৬৭

বিষ্ণুপ্রীতিকামনা ব্যতীত স্বীয় জড়েন্দ্রিয়-তর্পণার্থ বিষ্ণুর নিকট ফলকামনা—মূর্খতা ও বাণিজ্যমাত্র ঃ—

সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার কা-সনে সম্বন্ধ ?
ব্যবহার লাগি' তোমা ভজে, সেই জ্ঞান-অন্ধ ॥ ৬৮ ॥
তোমার ভজন-ফলে তোমাতে 'প্রেমধন' ।
বিষয় লাগি' তোমায় ভজে, সেই মূর্খ জন ॥ ৬৯ ॥

প্রভুপ্রীতিকামী নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভক্তগণ ঃ—

তোমা লাগি' রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈলা ।
তোমা লাগি' সনাতন 'বিষয়' ছাড়িলা ॥ ৭০ ॥
তোমা লাগি' রঘুনাথ সকল ছাড়িল ।
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল ॥ ৭১ ॥
তোমার চরণ-কৃপা হঞাছে তাহারে ।
ছত্রে মাগি' খায়, 'বিষয়' স্পর্শ নাহি করে ॥ ৭২ ॥

রামানন্দানুজ গোপীনাথ সকাম বণিক্ নহেন ঃ—

রামানন্দের ভাই গোপীনাথ-মহাশয় ।
তোমা হৈতে বিষয়-বাঞ্ছা, তার ইচ্ছা নয় ॥ ৭৩ ॥

প্রভুর একান্ত শরণাগত গোপীনাথের নিধনোদ্‌যোগ-দর্শনে তৎহিতৈষিগণের প্রভুকৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

তার দুঃখ দেখি' তার সেবকাদিগণ ।
তোমারে জানাইল,—যাতে 'অনন্যশরণ' ॥ ৭৪ ॥

শুদ্ধভক্তের সংজ্ঞা ঃ—

সেই 'শুদ্ধভক্ত', যে তোমা ভজে তোমা লাগি' ।
আপনার সুখ-দুঃখে হয় ভোগ-ভাগী ॥ ৭৫ ॥

শুদ্ধভক্তের আচার-ব্যবহার ঃ—

তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ ।
অচিরাৎ মিলে তাঁরে তোমার চরণ ॥ ৭৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৮)—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥৭৭

নীলাচলে থাকিবার জন্য প্রভুকে কাশীমিশ্রের প্রার্থনা ঃ—

তুমি বসি' রহ, কেনে যাবে আলালনাথ ?
কেহ তোমা না শুনাবে বিষয়ীর বাত্ ॥ ৭৮ ॥

প্রভুকৃপাতেই ভাবিকালে গোপীনাথের স্ব-রক্ষায় নিশ্চয়তা ঃ—

যদি তোমার তারে রাখিতে হয় মন ।
আজি যে রাখিল, সেই করিবে রক্ষণ ॥" ৭৯ ॥

প্রতাপরুদ্রের স্বীয় গুরু মিশ্র-গৃহে গমন ঃ—

এত বলি' কাশীমিশ্র গেলা স্ব-মন্দিরে ।
মধ্যাহ্নে প্রতাপরুদ্র আইলা তাঁর ঘরে ॥ ৮০ ॥

রাজার গুরুসেবা-নিয়ম ঃ—

প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে ।
যত দিন রহে তেঁহ শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ ৮১ ॥

অনুভাষ্য

৫৮। কৃপাছদ্ম-বন্ধ—অনুগ্রহ-ব্যাজে দৈব-সংঘটন।

৬৮-৬৯। ভাঃ ৭।১০।৪ দ্রষ্টব্য।

৬৮। ব্যবহার—জীবিকা বা প্রাকৃতভোগ ; বিষয়িগণ নিজ নিজ বিষয়লাভের জন্য ফলভোগকামনাময়ী চিত্তবৃত্তি লইয়া বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের সাহায্যপ্রার্থী হয়। সপ্তশতী-গ্রন্থে দেবীর উপাসনামূলে তাদৃশ ভক্তিহীন-চিত্তবিশিষ্ট জনগণের জন্য নানা-প্রকার ব্যবহারিক কামসিদ্ধিই ফলরূপে কথিত হয়। এইসকল সকাম চেষ্টা—জ্ঞানচক্ষুরহিত নির্ব্বোধের প্রয়াসমাত্র। বিষয়িগণ ঈশ্বরের নির্ম্মল উপাসনা করিতে গিয়াও ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ নিজের প্রাকৃত স্বার্থদ্বারা চালিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্য 'মুক্তি', স্বর্গাদি ভোগ ও ব্যবহারিক অদ্বন্দ্বের আশা করিয়া কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের শুদ্ধসেবাবিমুখ হইয়া পড়ে।

৬৯। আজকাল স্ত্রীপুত্র-প্রতিপালন, নিজের উদর-ভরণ, নিজের স্ত্রী-পুত্রের বসন-ভূষণাদি-সংগ্রহকল্পে মন্ত্র-ব্যবসায়ি-গণ ও ধর্ম্মবেষজীবী বিষয়িগণ নামপ্রচারের ছলনা আশ্রয় করিয়াছেন। তাহারা শ্রীবৃন্দাবন ও নবদ্বীপে বাস, গ্রন্থ-বিক্রয়-দ্বারা নিজের গ্রাসাচ্ছাদন ও স্ত্রীপুত্র-প্রতিপালন, শাস্ত্র-পাঠ-কথকতা ও বক্তৃতা, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, দীক্ষাদান, ভিক্ষাকরণ, আত্মীয়লোকের ব্যাধি-নিরসন, ভেকগ্রহণ, দরিদ্রপূজা, সামাজিক উন্নতিসাধন প্রভৃতি নানাপ্রকার ছলনা বিস্তার করিয়া ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানহীন মূর্খলোককে ঠকাইয়া অর্থাদি-অর্জ্জনদ্বারা বিষয়েরই ভজন করিতেছে, কিন্তু তোমার শুদ্ধ নির্হেতুক অকৈতব ভজন-ফলেই যে তোমাতে ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ প্রেমধন-লাভ হয়, ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

৭৭। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ২৬১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

নিত্য আসি' করে মিশ্রের পাদ-সম্বাহন।
জগন্নাথ-সেবার করে ভিয়ান শ্রবণ ॥ ৮২ ॥
রাজা মিশ্রের চরণ যবে চাপিতে লাগিলা।
তবে মিশ্র তাঁরে কিছু ভঙ্গীতে কহিলা ॥ ৮৩ ॥

মিশ্রকর্ত্তৃক রাজাকে প্রভুর পুরীত্যাগ-সংবাদ-দান ঃ—

"দেব, শুন, আর এক অপরূপ বাত্!
মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি' যাবেন আলালনাথ!!" ৮৪ ॥

রাজার দুঃখ ও তৎকারণ-জিজ্ঞাসা, উত্তরে মিশ্রের গোপীনাথ-বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

শুনি' রাজা দুঃখী হৈলা, পুছিলেন কারণ।
তবে মিশ্র কহে তাঁরে সব বিবরণ ॥ ৮৫ ॥
"গোপীনাথ-পট্টনায়কে চাঙ্গে চড়াইলা।
তার সেবক আসি' প্রভুরে কহিলা ॥ ৮৬ ॥

রাজবিত্তাপহারক গোপীনাথকে ধর্ম্মবিগ্রহ ও ধর্ম্মগোপ্তা প্রভুর তীব্র ভর্ৎসনা ; লৌকিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বা শুক্লবিত্তার্জ্জন-বিধি-বর্ণন ঃ—

শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
ক্রোধে গোপীনাথে কৈলা বহুত ভর্ৎসন ॥ ৮৭ ॥
'অজিতেন্দ্রিয় হঞা করে রাজবিষয়।
নানা অসৎপথে করে রাজদ্রব্য ব্যয় ॥ ৮৮ ॥
ব্রহ্মস্ব-অধিক এই হয় রাজধন।
তাহা হরি' ভোগ করে মহাপাপী জন ॥ ৮৯ ॥
রাজার বর্ত্তন খায়, আর চুরি করে।
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে ॥ ৯০ ॥
নিজ-কৌড়ি মাগে, রাজা নাহি করে দণ্ড।
রাজা—মহাধার্ম্মিক, এই হয় পাপী ভণ্ড!! ৯১ ॥
রাজ-কড়ি না দেয়, আমারে ফুকারে।
এই মহাদুঃখ ইঁহা কে সহিতে পারে?? ৯২ ॥

নির্জ্জনবাসেচ্ছা অর্থাৎ বিষয়কথা-মুখরিত স্থানরূপ দুঃসঙ্গ-ত্যাগ ঃ—

আলালনাথ যাই' তাঁহা নিশ্চিন্তে রহিমু।
বিষয়ীর ভাল মন্দ বার্ত্তা না শুনিমু ॥" ৯৩ ॥

পুরীতে প্রভুর অবস্থানার্থ রাজার সর্ব্বস্বত্যাগের প্রতিজ্ঞা ঃ—

এত শুনি' কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা।
"সব দ্রব্য ছাড়োঁ, যদি প্রভু রহেন এথা ॥ ৯৪ ॥

ক্ষণকাল প্রভুদর্শনও পরম লোভনীয় ঃ—

একক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দরশন।
কোটিচিন্তামণি-লাভ নহে তার সম ॥ ৯৫ ॥
কোন্ ছার পদার্থ এই দুইলক্ষ কাহন?
প্রাণ-রাজ্য করোঁ প্রভুপদে নির্ম্মঞ্ছন ॥" ৯৬ ॥

ভক্তদুঃখে প্রভুর দুঃখ ঃ—

মিশ্র কহে,—"কৌড়ি ছাড়িবা,—নহে প্রভুর মন।
তারা দুঃখ পায়,—এই না যায় সহন ॥" ৯৭ ॥

রাজার গোপীনাথের শাস্তি-লাভ-বিষয়ে অনভিজ্ঞতা-জ্ঞাপন ঃ—

রাজা কহে,—"তারে আমি দুঃখ নাহি দিয়ে।
চাঙ্গে চড়া, খড়্গে ডারা, আমি না জানিয়ে ॥ ৯৮ ॥
পুরুষোত্তম-জানারে তেঁহ কৈল পরিহাস।
সেই 'জানা' তারে দেখাইল মিথ্যা ত্রাস ॥ ৯৯ ॥

মিশ্রকে প্রভুতোষণার্থ ও ভবানন্দবংশ্যগণের প্রতি স্বীয় স্বাভাবিক প্রীতি-জ্ঞাপনার্থ রাজার অনুরোধ ঃ—

তুমি যাহ, প্রভুরে রাখহ যত্ন করি'।
এই মুই তাহারে ছাড়িনু সব কৌড়ি ॥" ১০০ ॥
মিশ্র কহে,—"কৌড়ি ছাড়িবা, নহে প্রভুর মনে।
কৌড়ি ছাড়িলে প্রভু কদাচিৎ সুখ মানে ॥" ১০১ ॥
রাজা কহে,—"কৌড়ি ছাড়িমু,—ইহা না কহিবা।
সহজে মোর প্রিয় তা'রা,—ইহা জানাইবা ॥ ১০২ ॥
ভবানন্দ-রায়—আমার পূজ্য-গর্ব্বিত।
তাঁর পুত্রগণে আমার সহজেই প্রীত ॥" ১০৩ ॥

গোপীনাথকে যুবরাজের অনুগ্রহপ্রদর্শন ও বিদায়-দান ঃ—

এত বলি' মিশ্রে নমস্করি' ঘরে গেলা।
গোপীনাথে 'বড় জানা' ডাকিয়া আনিলা ॥ ১০৪ ॥
রাজা কহে,—"সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িলুঁ।
সেই মালজাঠ্যা-পাট তোমারে ত' দিলুঁ ॥ ১০৫ ॥
আর বার ঐছে না খাইহ রাজধন।
আজি হৈতে দিলুঁ তোমায় দ্বিগুণ বর্ত্তন ॥" ১০৬ ॥
এত বলি' নেতধটী তারে পরাইল।
"প্রভু-আজ্ঞা লঞা যাহ, বিদায় তোমা দিল ॥" ১০৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮২। ভিয়ান—পরিপাট্য অভিনয়।

৯৬। নির্ম্মঞ্ছন—(আরাত্রিক বা পূজাকালে) অর্ঘ্যোপহার, অর্পণ-বিশেষ।

১০৩। পূজ্য-গর্ব্বিত—পূজ্য ও গৌরবস্থল।

১০৭। নেতধটী—পট্টবস্ত্র।

অনুভাষ্য

৯২। ফুকারে—উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে।

গোপীনাথের শাস্তিবর্ণন-প্রসঙ্গে প্রভুকৃপা-ফলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উন্নতি বা শ্রেয়োবৈশিষ্ট্য-বর্ণন ঃ—

পরমার্থে প্রভুর কৃপা, সেহ রহু দূরে।
অনন্ত তাহার ফল, কে বলিতে পারে?? ১০৮ ॥
'রাজ্য-বিষয়' ফল এই—কৃপার 'আভাসে'!
তাহার গণনা করোঁ, মনে নাহি আইসে!! ১০৯ ॥
কাঁহা চাঙ্গে চড়াঞা লয় ধন-প্রাণ!
কাঁহা সব ছাড়ি' সেই রাজ্যাদি-প্রদান!! ১১০ ॥
কাঁহা সর্ব্বস্ব বেচি' লয়, দেয়া না যায় কৌড়ি!
কাঁহা দ্বিগুণ বর্ত্তন, পরায় নেতধড়ি!! ১১১ ॥
প্রভুর ইচ্ছা নাহি, তারে কৌড়ি ছাড়াইবে।
দ্বিগুণ বর্ত্তন করি' পুনঃ 'বিষয়' দিবে ॥ ১১২ ॥
তথাপি তার সেবক আসি' কৈল নিবেদন।
তাতে ক্ষুব্ধ হৈল যবে মহাপ্রভুর মন ॥ ১১৩ ॥
বিষয়-সুখ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল।
নিবেদন-প্রভাবেহ তবু ফলে এত ফল ॥ ১১৪ ॥

প্রভুর অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যময় স্বভাব ঃ—

কে কহিতে পারে গৌরের আশ্চর্য্য স্বভাব?
ব্রহ্মা-শিব আদি যাঁর না পায় অন্তর্ভাব ॥ ১১৫ ॥

প্রভু ও কাশীমিশ্রের গোপীনাথপ্রতি রাজব্যবহার-বিষয়ে কথোপকথন ঃ—

এথা কাশীমিশ্র আসি' প্রভুর চরণে।
রাজার চরিত্র সব কৈলা নিবেদনে ॥ ১১৬ ॥
প্রভু কহে,—"কাশীমিশ্র, কি তুমি করিলা?
রাজ-প্রতিগ্রহ তুমি আমা' করাইলা??" ১১৭ ॥
মিশ্র কহে,—"শুন, প্রভু, রাজার বচনে।
অকপটে রাজা এই কৈলা নিবেদনে ॥ ১১৮ ॥
'প্রভু যেন নাহি জানেন,—রাজা আমার লাগিয়া।
দুইলক্ষ কাহন কৌড়ি দিলেক ছাড়িয়া ॥ ১১৯ ॥
ভবানন্দের পুত্র সব—মোর প্রিয়তম।
ইঁহা-সবাকারে আমি দেখি আত্মসম ॥ ১২০ ॥
অতএব যাঁহা তাঁহা দেই অধিকার।
খায়, পিয়ে, লুটে, বিলায়, না করোঁ বিচার ॥ ১২১ ॥

পূর্ব্বে প্রতাপরুদ্রের অনুগ্রহে রাজমহীন্দ্রীর ভূম্যধিকারি-রূপে রাম-রায়ের নিয়োগ ঃ—

রাজমহীন্দ্রে 'রাজা' কৈনু রাম-রায়।
যে খাইল, যেবা দিল, নাহি লেখা-দায় ॥ ১২২ ॥
গোপীনাথ এইমত 'বিষয়' করিয়া।
দুইচারি-লক্ষ কাহন রহে ত' খাঞা ॥ ১২৩ ॥
কিছু দেয়, কিছু না দেয়, না করি বিচার।
'জানা'-সহিত অপ্রীত্যে দুঃখ পাইল এইবার ॥ ১২৪ ॥
'জানা' এত কৈলা,—ইহা মুই নাহি জানোঁ।
ভবানন্দের পুত্র-সবে আত্মসম মানোঁ ॥ ১২৫ ॥
তাঁহা লাগি' দ্রব্য ছাড়ি,—ইহা মাৎ মানে।
সহজেই মোর প্রীতি হয় তাহা-সনে ॥" ১২৬ ॥

রাজার দৈন্য-শ্রবণে প্রভুর হর্ষ, সপুত্র রায়-ভবানন্দের আগমন, সদৈন্যে প্রভুকৃপা-মাহাত্ম্য-জ্ঞাপন ঃ—

শুনিয়া রাজার বিনয় প্রভুর আনন্দ।
হেনকালে আইলা তথা রায়-ভবানন্দ ॥ ১২৭ ॥
পঞ্চপুত্র-সহিতে আসি' পড়িলা চরণে।
উঠাঞা প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গনে ॥ ১২৮ ॥
রামানন্দ-রায় আদি সবাই মিলিলা।
ভবানন্দ-রায় তবে বলিতে লাগিলা ॥ ১২৯ ॥

সবংশে ভবানন্দের প্রভুপদে আত্মবিক্রয়োক্তি ঃ—

"তোমার কিঙ্কর এই সব মোর কুল।
এ বিপদে রাখি' প্রভু, পুনঃ নিলা মূল ॥ ১৩০ ॥

পঞ্চপাণ্ডবের বিপদুদ্ধারণের উপমা দিয়া প্রভুর ভক্তবাৎসল্য-বর্ণন ঃ—

ভক্তবাৎসল্য এবে প্রকট করিলা।
পূর্ব্বে যেন পঞ্চপাণ্ডবে বিপদে তারিলা ॥" ১৩১ ॥

গোপীনাথের উদ্ধারহেতু কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, প্রভুর মহিমা-গান ঃ—

'নেতধটী'-মাথে গোপীনাথ চরণে পড়িলা।
রাজার কৃপা-বৃত্তান্ত সকল কহিলা ॥ ১৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৯। আমি যে মহাপ্রভুর জন্য অর্থ ত্যাগ করিলাম, ইহা যেন তিনি মনে না করেন, এইরূপভাবে কথা কহিবেন।

১২৬। মাৎ—(হিন্দী-শব্দ) নাই।

১৩০। নিলা মূল—পুনরায় মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া লইলে।

অনুভাষ্য

১১৭। প্রভুর খাতিরে কাশীমিশ্রের কথায় রাজা গোপীনাথের প্রদেয় স্বপ্রাপ্য অর্থ ছাড়িয়া দেওয়ায় প্রভুর মতে—উহাতে প্রভুকর্ত্তৃক রাজার্থ-প্রতিগ্রহ সাধিত হইল।

১২২। বর্ত্তমান রাজমহেন্দ্রী-নগর—গোদাবরীর উত্তরতটে অবস্থিত। রামানন্দরায়ের সময়ের রাজধানী 'বিদ্যানগর'—গোদাবরীর দক্ষিণ-তটে। বিদ্যানগর বা বিদ্যাপুর গোদাবরী-নদীর সাগর-সঙ্গমে অর্থাৎ কোটদেশে ছিল। ঐ প্রদেশ তৎকালে 'রাজ-

"বাকী কৌড়ি বাদ, আর দ্বিগুণ বর্ত্তন কৈলা।
পুনঃ 'বিষয়' দিয়া 'নেতধটী' পরাইলা ॥ ১৩৩ ॥
কাঁহা চাঙ্গের উপর সেই মরণ-প্রমাদ!
কাঁহা 'নেতধটী' পুনঃ,—এ সব প্রসাদ!! ১৩৪ ॥
চাঙ্গের উপর তোমার চরণ ধ্যান কৈলুঁ।
চরণ-স্মরণ-প্রভাবে এই ফল পাইলুঁ ॥ ১৩৫ ॥
লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা-মহিমা গাঞা ॥ ১৩৬ ॥

গৌরস্মরণের মুখ্যফল—গৌরপ্রীতি, গৌণফল—বিষয়-সুখ ঃ—

কিন্তু তোমার স্মরণের নহে এই 'মুখ্যফল'।
'ফলাভাস' এই,—যাতে 'বিষয়' চঞ্চল ॥ ১৩৭ ॥

গৌরকৃপা-ফলে রামানন্দ ও বাণীনাথের নিষ্কিঞ্চনতা ঃ—

রাম-রায়ে, বাণীনাথে কৈলা 'নির্ব্বিষয়'।
সেই কৃপা আমাতে নাহি, যাতে ঐছে হয়!! ১৩৮ ॥

বিষয়বৃদ্ধিদর্শনে প্রভুসেবা-সৌভাগ্যাভাবাশঙ্কায় প্রভুচরণে গোপীনাথের অমায়া-কৃপা ও বিষয়ভোগবুদ্ধিমুক্তি-প্রার্থনা ঃ—

শুদ্ধ কৃপা কর, গোসাঞি, ঘুচাহ 'বিষয়'।
নির্ব্বিণ্ণ হইনু, মোতে 'বিষয়' না হয় ॥" ১৩৯ ॥

বাহ্য সন্ন্যাস-বেষের প্রতি প্রভুর অনাদর, গোপীনাথকে তদধিকারি-জ্ঞানে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই হরিভজনে আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"সন্ন্যাসী যবে হইবা পঞ্চজন।
কুটুম্ব-বাহুল্য তোমার কে করে ভরণ?? ১৪০ ॥

সিদ্ধ গৌরদাসগণের গৃহস্থ ও সন্ন্যাস-বেষে নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বাবস্থায় কৃষ্ণভজন-শিক্ষা-দান ঃ—

মহাবিষয় কর, কিবা বিরক্ত উদাস।
জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ—মোর 'নিজদাস' ॥ ১৪১ ॥

গোপীনাথকে রাজপ্রতি কর্ত্তব্যতা ও শুল্কার্থার্জ্জনপূর্ব্বক ব্যয়াদির জন্য নৈতিক-ধর্ম্মোপদেশ ঃ—

কিন্তু মোর করিহ এক 'আজ্ঞা'-পালন।
'ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূলধন ॥' ১৪২ ॥
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিহ নানা ধর্ম্মে-কর্ম্মে ব্যয় ॥ ১৪৩ ॥
অসদ্ব্যয় না করিহ,—যাতে দুই লোক যায়।"
এত বলি' সবাকারে দিলেন বিদায় ॥ ১৪৪ ॥

বিষয়বর্দ্ধনের সহিত প্রভুর অমন্দোদয়-দয়াই কৃপা-বিবর্ত্ত ; তাহাতে প্রভুর ভক্তবশ্যতা-জ্ঞাপন ঃ—

রায়ের ঘরে প্রভুর 'কৃপা-বিবর্ত্ত' কহিল।
ভক্তবাৎসল্য-গুণ যাতে ব্যক্ত হৈল ॥ ১৪৫ ॥

ভক্তগণকে প্রভুর বিদায়-দান ঃ—

সবায় আলিঙ্গিয়া বিদায় যবে দিলা।
হরিধ্বনি করি' সব ভক্ত উঠি' গেলা ॥ ১৪৬ ॥

প্রভুর ব্যবহার না বুঝিয়া সকলের বিস্ময় ঃ—

প্রভুর কৃপা দেখি' সবার হৈল চমৎকার।
তাহারা বুঝিতে নারে প্রভুর ব্যবহার ॥ ১৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৭। তোমার পাদপদ্ম-স্মরণের মুখ্যফল—তোমাতে প্রীতি; জীবন, মান ও ধনের রক্ষা—সেই সৎকর্ম্মের (তোমার পদ-সেবার) ফলাভাস-মাত্র ; যেহেতু জড়বিষয়—স্বয়ংই চঞ্চল, সুতরাং তৎসম্বন্ধি ফল 'মুখ্য' নয়।

১৪৫। কৃপা-বিবর্ত্ত—বিষয়-মঙ্গল (উন্নতি) রূপ কৃপা যথার্থ কৃপা নয়, কিন্তু বিষয়-বুদ্ধিতে তাহা এক-বস্তুতে অন্যবস্তু-প্রতীতিরূপ 'বিবর্ত্ত' প্রতীত হইল।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে নবম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

মহেন্দ্রী' বলিয়া খ্যাত ছিল। করিঙ্গ-দেশের উত্তরাংশ উৎকলিঙ্গ বা উৎকল-দেশ। উৎকলিঙ্গ-রাজ্যের দক্ষিণ-প্রাদেশিক রাজধানীই 'রাজমহেন্দ্রী'। বর্ত্তমানকালে 'রাজমহেন্দ্রী'-নগরের স্থান-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

১৩৭। শ্রীমহাপ্রভুর স্মরণে সর্ব্বসিদ্ধি হইতে পারে ; ত্রিবর্গ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও অপবর্গ—মোক্ষপ্রভৃতি গৌণফলই চঞ্চল বিষয়-পিপাসুর লভ্য 'ফলাভাস' ; উহারা—পরিপূর্ণ নিত্যসিদ্ধফল কৃষ্ণপ্রেম-লাভের তুলনায় নিতান্ত হেয় ও অল্পলাভমাত্র।

১৪১। 'আমি—ভগবানের নিত্য-নিজদাস' এইরূপ শুদ্ধ অভিমান হইলে—বাহ্য সন্ন্যাস-গ্রহণ বা বাহ্য বৃহদ্বিষয়-সেবা,—কিছুই জীবের বাহ্য অমঙ্গল সাধন করিয়া উঠিতে পারে না ; কেননা, কৃষ্ণসুখ বিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত নিজভোগ-তাৎপর্য্যপর হইলেই জীবের বন্ধন ঘটে এবং কৃষ্ণসেবাপর অপ্রাকৃত হইলেই গৃহে থাকিয়াও মহাসন্ন্যাস হয় ; তদবস্থায় সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণাবেশ-হেতু লোকভয়ঙ্কর মহামহাবিষয়েও কিছুই অসুবিধা করিতে সমর্থ হয় না, সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি—সমভাবে কৃষ্ণসেবক।

১৪২। অপ্রাকৃত ভগবদ্দাসাভিমান বিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত-বিষয়ভোগী হইলেই জীব ধর্ম্ম ও নীতি-বিরুদ্ধ পাপে প্রবৃত্ত হয় ; তাহা নিষেধ করিতেছেন।

১৪৪। জীব পাপে প্রবৃত্ত হইলে প্রাকৃত-মঙ্গল এবং অপ্রাকৃত অনুভব—উভয় বস্তুলাভেই তাহার অসুবিধা ঘটে।

গোপীনাথোদ্ধারলীলায় প্রভুর গূঢ় আচরণ-রহস্য ও তাৎপর্য্য-বর্ণন—(১) আদৌ গোপীনাথোদ্ধারে অসম্মতি, (২) গোপীনাথোদ্ধারান্তে তাহাকে অশুক্লবিত্তার্জ্জন-জন্য তিরস্কার, (৩) বিরক্ত সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের আদর্শ-রূপে বিষয়কথারূপ নির্জ্জনতা বা দুঃসঙ্গ-ত্যাগেচ্ছা, (৪) গোপীনাথের বিষয়-বর্দ্ধন, (৫) বিষয়ভোগ-ভীত গোপীনাথকে গৃহে অবস্থান বা গৃহত্যাগ, সর্ব্বাবস্থাতেই কৃষ্ণভজন-যোগ্যতা-শিক্ষা-দান ঃ—

তারা সবে যদি কৃপা করিতে সাধিল ।
'আমা হৈতে কিছু নহে'—প্রভু তবে কহিল ॥ ১৪৮ ॥
গোপীনাথের নিন্দা, আর আপন-নির্ব্বেদ ।
এইমাত্র কহিল,—ইহার না বুঝিল ভেদ ॥ ১৪৯ ॥
কাশীমিশ্রে না সাধিল, রাজারে না সাধিল ।
উদ্‌যোগ বিনা এতসব ফল দিল ॥ ১৫০ ॥

কামভোগে অচঞ্চল চৈতন্যাকৃষ্টেরই চৈতন্যচরিত-মর্ম্মার্থানুভবে যোগ্যতা ঃ—

চৈতন্যচরিত্র এই পরম গম্ভীর ।
সেই বুঝে, তাঁর পদে যাঁর মন 'ধীর' ॥ ১৫১ ॥

ভগবানের ভক্তবাৎসল্য-বৃত্তান্ত-শ্রবণে অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবানে প্রেমোদয় ঃ—

যেই ইঁহা শুনে প্রভুর বাৎসল্য-প্রকাশ ।
প্রেমভক্তি পায়, তাঁর বিপদ যায় নাশ ॥ ১৫২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে গোপীনাথপট্ট-নায়কোদ্ধারো নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

১৪৯। জীব হইয়া গোপীনাথ বিষয়ের সেবা করিলে তাহার অমঙ্গল অনিবার্য্য। প্রাকৃত-মঙ্গল-সাধন—ভগবানের গৌণকৃপা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং বিরক্তভক্ত-সজ্জায় বিষয়ীর উপকার করিতে গেলে প্রভুর তাদৃশ চরিত্রানুসরণফলে বিরক্ত-বৈষ্ণবের আদর্শ খর্ব্বীকৃত ও ঘৃণিত হইয়া পড়ে ; সুতরাং নিরপেক্ষ ত্যাগি-বেষী ভাগবত ব্যক্তি কখনও বিষয়ীর কার্য্যে ব্রতী হইবেন না।

ইতি অনুভাষ্যে নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ

কথাসার—রথযাত্রার উদ্দেশে গৌড়ীয়ভক্তগণ পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। রাঘব-পণ্ডিত তাঁহার ভগিনী দময়ন্তীর প্রদত্ত ঝালিতে বহুবিধ খাদ্য সামগ্রী লইয়া চলিলেন। পানিহাটি-নিবাসী মকরধ্বজ-করও রাঘবের ঝালির 'মুন্সিব' হইয়া চলিলেন। ভক্তগণ যেদিন পুরুষোত্তমে পৌঁছিলেন, সেইদিন নরেন্দ্রের জলে কেলি করিতে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউ নৌকায় চড়িয়াছিলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া জলক্রীড়া করিলেন। পূর্ব্ববৎ গুণ্ডিচা-মার্জ্জনাদি হইল। শ্রীমন্দির-মধ্যে জগমোহন-পরিমুণ্ডা-কীর্ত্তন হইয়াছিল। কীর্ত্তন-বিশ্রামের পর প্রসাদ সেবা করিয়া মহাপ্রভু গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিলে গোবিন্দ কোনপ্রকারে নিকটস্থ হইয়া পাদসম্বাহন করিলেন ; বাহির হইতে না পারায় তাঁহার সে-দিবস প্রসাদ-সেবা হয় নাই। গোবিন্দের এই চরিত্রের দ্বারা—সেবার জন্য অপরাধ স্বীকার করা উচিত, কিন্তু নিজের ভোগের নিমিত্ত অপরাধের আভাস পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করা উচিত'—এই শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তটী জ্ঞাপিত হইল। গৌড়ীয় ভক্তগণ মহাপ্রভুর সেবা করিবার জন্য যাহা যাহা দিয়াছিলেন, গোবিন্দ প্রভুকে তাহা খাওয়াইলেন। বৈষ্ণবগণ ঘরে ঘরে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। শিবানন্দের পুত্র চৈতন্যদাসের নিমন্ত্রণে স্নেহ-পূর্ব্বক দধিভাত ভোজন করিয়াছিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভক্তদ্রব্যে তুষ্ট ভক্তগণজুষ্ট গৌরের বন্দনা ঃ—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। ভক্তের শ্রদ্ধা-দত্ত যে-কিছু বস্তুতে সন্তুষ্ট, ভক্তের অনুগ্রহ-কারক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি।

অনুভাষ্য

১। শ্রদ্ধয়া ভক্তদত্তেন (ভক্তেন দত্তেন অর্পিতেন) যেন কেন অপি (সামান্যেন) সন্তুষ্টং [তং] ভক্তানুগ্রহকারকং (ভক্তেষু অনুগ্রহবিধায়কং) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যম্ অহং বন্দে।